২২-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৩-০৫-৮৩ মধুবন

ছেড়ে দাও তবেই মুক্ত হবে
(ছাড়ো তো ছাড়)

আজ, বাপদাদা নিজের আদি স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত হওয়া সহযোগী বাচ্চাদের দেখছেন । সহযোগী সব বাচ্চাদের ভাগ্য দেখে তিনি অতি প্রসন্ন । তিনি স্থাপনার নকশা দেখছিলেন । শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সংসারের, আদিকালের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি দেখছিলেন । তিনি দেখছিলেন, কোন্ শ্রেষ্ঠ আত্মারা কোন্ সময়ে প্রতিটা জায়গায় যথার্থভাবে সহযোগী হয়েছে ! কি দেখলেন ? তিনি তিন প্রকার সহযোগী বাচ্চাদের দেখেছেন । এক, বাপদাদার অলৌকিক কর্তব্য দেখে, তাঁর মোহন রূপ দেখে এবং রুহানী চেহারা দেখে কোনকিছু ভাবার মেহনতও করেনি, শুধুমাত্র যখন এইসব কিছু দেখেছিলো, দেখেই তাদের পূর্ব কল্পের স্মৃতির সংস্কার প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে । সেকেন্ডে তাদের মন থেকে বেরিয়ে এসেছে - ইঁনিই আমার সেই বাবা । এইভাবে বিনা মেহনতে তোমরা সহজে বাবার স্নেহে নিমজ্জিত হয়ে সহযোগী হয়ে গেছ । এমনকি সাপ্তাহিক কোর্সের মেহনতও তোমাদের করতে হয়নি, বরং ঈশ্বরীয় স্নেহের ফোর্সের দ্বারা বাবা আর বাচ্চাদের মিলন হয়ে গেছে । শুধুমাত্র এক বাক্যে তোমরা জীবনসাথী হয়ে গেছ । তোমরা বাচ্চারা বলেছ, তুমি শুধু আমারই আর বাবা বলেছেন, তুমি শুধুই আমার । মেহনতের কোনো ব্যাপার নেই ! যারা বিনা মেহনতে সেকেন্ডে এই সওদা করে তারা ভালোবাসায় ডুবে আছে । দ্বিতীয়তঃ, নিমিত্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের ত্যাগ, তপস্যা এবং সেবার স্যাম্পল দেখে সওদা করে । প্রথম গ্রুপ বাবাকে দেখেছিল । দ্বিতীয় গ্রুপ জ্ঞান গঙ্গার স্যাম্পল দেখেছিল । তাদের বুদ্ধিবল দ্বারা বাবাকে সহজেই জেনেছে আর সহযোগী হয়েছে । যদিও দ্বিতীয় গ্রুপও বাচ্চাদের দ্বারা বাবার সাকার সম্বন্ধে এসেছিল । তারা নিরাকার একের মধ্যেই সাকারের সর্ব সম্বন্ধ প্রাপ্ত করেছে, এইজন্য সাকার দ্বারা সাকার রূপে সবই অনুভব করার কারণে, তারা সাকার-পালনার লিফ্টের গিফ্ট লাভ করেছে । এই ভাগ্য একমাত্র কোটিতে কেউ, কেউ-এর মধ্যেও কেউ প্রাপ্ত করেছে । এই আদি আত্মাদের গ্রুপ, যারা লিফ্টের গিফ্ট লাভ করেছে, স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত হয়েছে এবং সেবার ক্ষেত্রে এসেছে, তাদের এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । বাস্তবে, নিমিত্ত হওয়া আরও অনেক বাচ্চা আছে, কিন্তু মাত্র কয়েকজনকে বিশেষভাবে আহ্বান করা হয়েছে । জানো তোমরা, কেন ডাকা হয়েছে ? মাঝে মাঝে ফাউন্ডেশন চেক করা হয়ে থাকে । ফাউন্ডেশন যদি সামান্যও দুর্বল থেকে যায়, তবে তার প্রভাব সবার ওপর পড়বে । সেবার ক্ষেত্রে রত্নের মতো তোমরা ফাউন্ডেশন, সেবার জন্য নিমিত্ত । প্রথম গ্রুপ যজ্ঞের স্থাপনার ফাউন্ডেশন হয় । সেবার নিমিত্ত হয় । কিন্তু সেবার প্রত্যক্ষ প্রথম ফল তোমাদের এই গ্রুপ । সুতরাং, তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা সেবার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে নিমিত্ত হয়েছ নাকি শো'কেসের প্রথম শোপিস ! নিজেদের যে এত মহত্ব, তা' জেনেছ তোমরা ? নবীন পাতাদের চমক, শোভা, বাহার, উদ্যম-উদ্দীপনার বিস্তারে আদি শ্রেষ্ঠ আত্মারা লুকিয়ে পড়েনি তো ! যারা পিছনে ছিলো, তাদের সামনে করতে করতে তোমরা নিজেরা পিছিয়ে পড়নি তো ? কার্যতঃ, বাপদাদাও বাচ্চাদের তাঁর সামনে রাখেন, কিন্তু সামনে রেখে নিজে কখনো পিছিয়ে যেতেন না । কোনো কোনো বাচ্চা চাতুর্যের সাথে জবাব দেয়, বাবা যারা পিছনে আসে, তাদের আমরা চান্স দিচ্ছি । যতই অন্যকে তোমরা চান্স দাও, কিন্তু অন্ততঃ চ্যান্সেলর তো থাকো ! তোমরা নিজেদের এত দায়বদ্ধ মনে করো ? পুরুষার্থের যে পদক্ষেপ তোমরা নেবে, তোমাদের দেখে অন্যরাও সেইভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনায় পদক্ষেপ করবে । এই স্মৃতি সদা থাকে ? নতুনরা তো নতুন, কিন্তু পুরানোরা, তাদের ভ্যালু নিজস্ব ! সুতরাং, পুরানো

পাতা থেকে কতো ওষুধ তৈরি হতে পারে ! তোমরা জানো এটা ? পুরানো জিনিসের কতো মূল্য আছে ! পুরানো জিনিস বিশেষ স্মৃতিচিহ্ন হয়ে যায় । পুরানো জিনিসের বিশেষ মিউজিয়াম তৈরি হয় । পুরানোর ভ্যালু জেনে প্রতি পদে সেই ভ্যালু অনুসারে চলো ? নিজেরা নিজেদের এমন অমূল্য রত্ন মনে করো ? বাবা সমান তোমরা কি উড়ন্ত বিহঙ্গ ? ব্রহ্মাবাবার থেকে তোমরা যে পালনা লাভ করেছো তার রিটার্ণ তোমরা দিচ্ছ ? এই সাকার পালনা কোনো সাধারণ পালনা নয় । এই মূল্যাতীত পালনার রিটার্ণ অমূল্য হওয়া এবং অন্যকে অমূল্য বানানো । বিশেষ পালনার রিটার্ণ, তোমাদের জীবনের প্রতি পদে বিশেষত্বে ভরা হতে হবে । এইরকম রিটার্ণ তোমরা দিচ্ছ ? সারা কল্পে এই পালনা তোমরা একবারই মাত্র লাভ করো এবং তোমরা বিশেষ আত্মারা এই পালনার অধিকারী । তোমাদের নিজেদের অধিকারের এই ভাগ্যসম্পর্কে জানো তোমরা ? সুতরাং, আজ, এইরকম ভাগ্যবান বাচ্চাদের সাথে বাবা মিলিত হতে এসেছেন । তাহলে বুঝেছ তোমরা, কেন তোমাদের ডাকা হয়েছে ? বাবা তো অবশ্যই রেজাল্ট দেখবেন, তাই না !

এই সমগ্র গ্রুপের সবাই তোমরা ব্রহ্মাবাবাকে প্রতি পদে ফলো করো, কারণ ব্রহ্মাবাবাকে তোমরা সাকার নয়নে দেখেছ, তাই না ! তোমরা শুধু তাঁকে দিব্য নেত্রে দেখেছ তাই নয়, নিজের চোখে দেখা কিছু ফলো করা সহজ হয়, তাই না ! এইরকম সহজ পুরুষার্থের ভাগ্য অধিকারী আত্মা তোমরা । বুঝেছ, কারা তোমরা ? তোমরা জানো, কে আমি ? আমি কে - এই ধাঁধা তোমরা দৃঢ়রূপে স্মরণে রাখো, তাই না ? ভুলে যাওনা তো ! এই গ্রুপকে দেখে বাবা এবং দাদা বতনে রূহ্-রিহান করছিলেন । জানো তোমরা কি সম্পর্কে তাঁরা রূহ্-রিহান করছিলেন ? তাঁরা দেখছিলেন তোমরা নিজের ভাগ্যের মূল্য কতটা জেনেছ এবং তোমরা কতটা এই ভাগ্যের স্মৃতিস্বরূপ হয়ে থাকো । স্মৃতিস্বরূপ অর্থাৎ সমর্থস্বরূপ । সুতরাং তাঁরা লক্ষ্য করছিলেন, তোমরা কতটা সমর্থস্বরূপ হয়েছো । তোমরা বিস্মৃতি আর স্মৃতির সিঁড়িতে ওঠানামা করছো নাকি সদা তোমাদের স্মৃতিস্বরূপ দ্বারা উড়তি কলায় যাচ্ছ ! এমন নয় তো পুরানো যারা তারা পুরানো বিধি অনুসারে এখনও চলছ ! অর্থাৎ উড়তি কলার পরিবর্তে এখনো পর্যন্ত তোমরা সিঁড়ি ওঠানামা করে চলেছ ? বাবা সব বাচ্চাদের বিধি দেখছিলেন । ব্রহ্মাবাবা বাচ্চাদের প্রতি স্নেহবশতঃ বললেন, সদা প্রতি পদে সহজ আর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির আধার আমি, বাবাসম এইরকম হতে হবে এবং তোমাদের জীবনে একটা বিষয় সদাসর্বদা মনে রেখো, ব্রহ্মাবাবার তাবিজ হিসেবে, ছোড়ো তো ছুটো অর্থাৎ "ছাড়ো তো ছাড় (মুক্ত হওয়া) । সেটা নিজের দেহের স্মৃতি ভুলে দেহ-অভিমানী হওয়ায়, সম্বন্ধের মোহ থেকে নষ্টমোহা হওয়ায়, অলৌকিক সেবার সফলতার ক্ষেত্রে বা স্বভাব-সংস্কারের সম্পর্কে হোক না কেন, সব বিষয়কে যদি তুমি ছাড়ো তো সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । এই আমিত্ব ভাবের হাত তোমায় ডাল ধরিয়ে ডালের বিহঙ্গ বানিয়ে দেয় । এই আমিত্ব ভাব ছাড়লে তোমরা কি হবে ? মুক্ত বিহঙ্গ, এই বাধ্যবাধকতায় নয়,আমাকে ছাড়তে হবে , আমাকে এইরকম হতে হবে ! কিন্তু হে আধারমূর্ত শ্রেষ্ঠ আত্মারা , "হয়ে গেছি" -এর সেরিমনি উদযাপন করো । আমি এই সম্পর্কে ভাবছি, প্ল্যান বানাচ্ছি, না । কোন সেরিমনি তোমরা পালন করতে যাচ্ছ ভেবেছো তোমরা ! সব গ্রুপ ফাংশন করে, তাই না ! তোমরা কোন সমারোহ পালন করবে ?
তোমরা তো ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করা ব্রহ্মাবাবার সাথী বাচ্চা, তাই না! সবাই তোমরা ঈশ্বরীয় পরিবারের পূর্নকালপ্রাপ্ত (বুজুর্গ) আত্মা ! তোমাদের সবার ওপর বাপদাদা এবং পরিবারের সদা নজর থাকে যে এই আমাদের আদি স্যাম্পেলস্বরূপ । সারা পরিবারের জন্য বাবার সব আশার দীপক তোমরা । সুতরাং, কোন সমারোহ তোমরা পালন করবে ! তোমরা বাবা সমান হয়েছ, জীবনমুক্ত

আত্মা হয়েছ ! তোমরা নষ্টমোহা, স্মৃতিস্বরূপ তথা সমর্থস্বরূপ হয়েছ ! সঙ্কল্প করার সাথে সাথেই তোমরা সেইরকম হয়ে গেছ । এখন সেই সমর্থ সমারোহ উদযাপন করো । তোমরা প্রস্তুত আছ, তাই না ! নাকি তোমরা এখনও ভাবছো, আমার করা উচিৎ ? করা উচিৎ এটা হবেনা, বরং বাবার সব ইচ্ছা পূরণ করার আদি স্যাম্পল - এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন, বিজয়ের সমারোহ পালন করো । বুঝেছ তোমরা, কেন তোমাদের ডাকা হয়েছে ! এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে তো ! সবাইকে শিরোভূষণ (মুকুট) পরাও । তাদেরকে দিয়ে দায়িত্বের রাজ্যাভিষেক উদযাপন করাও । এই কারণে তোমরা এখানে এসেছ, তাই না ? তোমরা কিছু বলোনা । পরিণত হয়ে গেছ তোমরা ? ব্রহ্মাবাবাকে কেমন দেখেছ ? এক মুহূর্তে তিনি ছিলেন পরিপক্ক এবং পরমুহূর্তে ছোট কিশোর । তোমরা দেখেছিলে তো, তাই না ! বাবাকে ফলো করো, হাঁ জী বলতে বলতে ছোট কিশোর হয়ে যাও এবং সেবায় পরিপক্ক হও । ছোট বাচ্চাদের আড়ম্বর দেখেছিলে তো, তাই না ? কতো আনন্দ ক'রে তারা বলতো হাঁ জী ! জী হাঁ !

বিশেষ নিমন্ত্রণে তোমরা বিশেষ আত্মারা এসেছো । এখন সেবার দায়িত্ব নেওয়ার সমারোহ আবার একবার উদযাপন করো । যখন তখন তোমরা মাথার মুকুট নামিয়ে রাখো । এখন এমন টাইট করে যাও, যাতে সরাতে না পারো । আচ্ছা অন্য সময়ে সমারোহের রেজাল্ট কি হলো, শুনবো । আচ্ছা ।

সদা সর্ব আত্মাদের যারা নিমিত্ত, যারা উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে, যারা তাদের পুরুষার্থের প্রতি পদের দ্বারা অন্যকে তীব্র পুরুষার্থী বানায়, সেকেন্ডে ব্যর্থকে ছেড়ে আর ছাড় (মুক্তি) পেয়ে যায়, সদা ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করে, এইরকম সেবার আদি রত্নদের, পালনার ভাগ্যবান বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ- স্নেহ আর নমস্কার ।

সেবাধারীদের সাথে :- সেবাধারীদের তো সর্বদা ওড়া উচিৎ কারণ, যজ্ঞ সেবা অনেক শক্তি আনে । সুতরাং তোমরা সেবাধারীরা বলবান হয়ে গেছ, তাই না ? যজ্ঞ সেবার কতো মহিমা হয় ! প্রকৃতভাবে হৃদয় দিয়ে যদি তুমি যজ্ঞ সেবা করো তবে এক সেকেন্ডেরও অনেক ফল আছে । তোমরা সবাই তো কতদিন সেবায় থেকেছো । সুতরাং, ফলের ভান্ডারে জমা হয়ে গেছে । ফল এত জমা হয়ে গেছে যে ২১ পুরুষ ধরে সেই ফল খেতেই থাকবে । তোমরা সেবাধারীরা ফিরে গিয়ে মায়ার বশে হয়ে যেওনা । সেবায় সদা বিজি থেকো । মন্সা সেবা দ্বারা শুদ্ধ সঙ্কল্পের সেবা এবং তোমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধ আর বাণী দ্বারা পরিচয় দেওয়ার সেবা । সদাই সেবায় বিজি থাকতে হবে । সেবার পার্ট অবিনাশী । তুমি এখানেই থাকো বা কোথাও যাও, সেবাধারী সদা সেবার মধ্যে থাকে । সদাকালের সেবাধারী হও । যদি সেবায় তোমরা বিজি থাকো, তবে মায়া তোমাদের কাছে আসবে না । যখন কোনো জায়গা শুন্য থাকে সেখানে অন্যরা এসে যায় । মশাও আসবে, ছারপোকাও আসবে । এইজন্য সদা যদি বিজি থাকো তো মায়া তোমাদের কাছে আসবেই না । তোমাদের মেহনত করতে হবেনা । মায়া তোমাদের নমস্কার জানিয়ে চলে যাবে । এমন যেন হয় তোমরা বাহাদুর হয়ে ফিরে যাচ্ছ । এমন না হয় তোমরা ফিরে গিয়ে বলবে, আজ আমার ক্রোধ এসে গেছে , আজ লোভ হয়েছিলো , মোহবশ হয়েছিলাম । মায়া তোমাদের পরীক্ষা নেবে । সেও শুনছে যে তোমরা প্রতিজ্ঞা করছো । যেখানে বাবা আছেন, মায়া কি করবে ? বাবা সদা সাথে আছেন নাকি আলাদা আছ ! তোমরা কুমাররা তো নিজেদের একলা ভাবছনা, তাই না ? এমন তো ভাবছো না, 'আমার কথা শোনার কেউ নেই, বলার কেউ নেই ! যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি কি করবো' ! অন্য সাথীকে মনে আসবে না তো ?

অন্য সাথী নিয়ে এলে, তোমাকে সেই সাথীর কথা শুনতে হবে, খাওয়াতে হবে আবার দেখভালও করতে হবে ! এমন বোঝা ওঠানোর প্রয়োজনই বা কি ! সদা হালকা থাকো । সদা যুগলরূপে থাকো, অন্য যুগলের সাথে তোমরা কি করবে ! কখনো সঙ্কল্প আসে ? যখন অসুস্থ হয়ে পড়ো তখন সঙ্কল্প আসে, তাই না ? বাবাকে সেই সম্বন্ধে স্মরণ করো, যে সম্বন্ধের অনুপস্থিতি তুমি অনুভব করছো । তখন অসুস্থ অবস্থায় শুয়েও এমন ভালো খাবার বানাবে যেন কেউ এসে তোমার জন্য বানিয়ে গেছে । সুতরাং, সদা বাবার সাথে থাকো, তেমন নয়, আমি একা, কিন্তু আমি কম্বাইন্ড । তুমি আর বাবা উভয়েই কম্বাইন্ড, কেউ আলাদা করতে পারবে না । এটা চ্যালেঞ্জ করো । তোমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারো নাকি ভয় পেয়ে যাও ! আচ্ছা ।

প্রশ্নঃ – সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের সেই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করার বিধি কি ? লক্ষ্য কি ?

উত্তরঃ – সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের লক্ষ্য হলো, সদা সন্তুষ্ট থাকা এবং অন্যকে সন্তুষ্ট করা । ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিচক্ষণ, তারা নিজেও সন্তুষ্ট থাকবে আর অন্যকেও সন্তুষ্ট রাখবে । যদি তারা অন্যের দ্বারা অসন্তুষ্ট হয় তবে তারা সঙ্গমযুগী জীবনের সুখানুভব করতে পারবেনা । শক্তিস্বরূপ হয়ে অন্যদের বায়ুমন্ডল থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়া অর্থাৎ নিজেদের সেফ রাখা । লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করার এটাই বিধি । অন্যের অসন্তুষ্টি দ্বারা নিজেকে অসন্তুষ্ট হতে দিওনা । যেকোন প্রকারে যদি অন্যেরা অসন্তুষ্টির নিমিত্ত হয়, তবে শুধু সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে, থেমে যেওনা ।

প্রশ্নঃ – কোন্ সংস্কারকে তোমাদের নিজস্ব সংস্কার বানালে, সদা উড়তি কলায় উড়বে ?

উত্তরঃ – সবকিছুতে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে , এই সংস্কারকে নিজস্ব সংস্কার বানাও । অন্যেরা সামনে এগিয়ে যাবে কি যাবেনা সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু অন্যের পিছনে নিজে কখনো নীচে এসোনা । সহানুভূতির কারণে সহযোগ দেওয়া এক ব্যাপার কিন্তু অন্যের কারণে নিজে নীচে এসে যাওয়া ঠিক নয় । ব্যর্থ কোনকিছু শুনোও না, দেখোও না । সেবার অভিলাষ থেকে পৃথক অথচ প্রিয় (ন্যারা) হয়ে দেখ । অন্যের কারণে নিজের সময় নষ্ট হতে দিওনা এবং খুশিও হারিয়ে ফেলোনা, তবেই তুমি উড়তি কলায় সদা উড়বে ।

বরদানঃ – সদা মিলনের দোলায় দুলে সেই রূপ তুমিও' (ততত্বম্) এর বরদানী বাবাসম ভব

বাপদাদা যেমন তোমাদের, সব মালিকের আজ্ঞা শুনে মিলনোৎসব পালন করতে আসেন এবং জী হাজির –এর পাঠ পড়ে হাজির হন সেইরকম তোমাদেরও তাঁর মতো করতে হবে । অমৃতবেলা থেকে শুরু করে দিনের সমাপ্তি পর্যন্ত ধর্মে আর কর্মে বাবা সমান হও, তবে সদা মিলনের দোলায় দুলতে থাকবে । যখন তোমরা মিলনের দোলায় থাকবে, তখন প্রকৃতি এবং মায়া উভয়েই তোমাদের দোলা দোলানোর দাসী হয়ে যাবে । সকল ধনভাণ্ডার তোমাদের শ্রেষ্ঠ দোলার শৃঙ্গার হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ – সদা ব্রহ্মাবাবার বাহুতে সমায়িত হয়ে থাকলে সেফটির অনুভব করবে ।